বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

শিশু অধিকার পরিস্থিতি - ২০১৯

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) শিশুদের নিয়ে কাজ করে সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত এমন ২৭২টি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন (এনজিও) এর একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত শিশু অধিকার লঙ্ঘন এর ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে বিএসএএফ "স্টেট অফ চাইল্ড রাইটস ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের ১৫ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে শিশু অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খবরের কাগজে আসেনা বা রিপোর্টেড হয়না। ফলে, সঙ্গতভাবেই অনুমেয় যে, এখানে উপস্থাপিত তথ্য উপাত্তের চেয়ে প্রকৃত সংখ্যা বেশী হবে।

সংক্ষিপ্তাসার: ২০১৯ সালে ১ হাজার অতিক্রম করলো শিশু ধর্ষণের সংখ্যা। প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৮৪ টি শিশু ধর্ষিত। সার্বিক শিশু নির্যাতন কিছুটা কমলেও শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতন বেড়েছে আশংকাজনক মাত্রায়।

মাননীয় প্রধান অতিথি ও প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৯ (জানুয়ারি - ডিসেম্বর) সময়কালে উল্লেখিত ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংবাদ পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে মোট ৪,৩৮১টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যাদের মধ্যে ২,০৮৮ শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে এবং ১,৩৮৩টি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অর্থাৎ, গড়ে প্রতিমাসে ৩৬৫টি শিশু বিভিন্ন রকমের সহিংসতার শিকার হয়েছে।

বিএসএএফ ৬টি ক্যাটাগরিতে শিশু নির্যাতনের তথ্যের বিশ্লেষণ করে থাকে। যার প্রায় সবকটিতেই ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতা কমলেও আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে শিশু যৌন নির্যাতনের (৭০.৩২%) ঘটনা। সর্বোপরি, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশুদের প্রতি সহিংসতার হার কমেছে ৩৪.৭৪%।

১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এর ভিত্তিতে বিএসএএফ এর পর্যালোচনা:

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
২০১৯ সালে ৪,৩৮১টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে শিশুদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন গুলোকে আমরা ৬টি বৃহৎ ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করেছি।

১। অপমৃত্যু- ২,০৮৮ টি শিশু
২। যৌন নির্যাতন- ১,৩৮৩ টি শিশু
৩। অপহরণ, নিখোঁজ - ৩৭৪ টি শিশু
৪। নির্যাতন ও সহিংসতা- ২১৯ টি শিশু
৫। অপঘাত বা আঘাত - ১৭৩ টি শিশু
৬। বাল্য বিবাহ - ১৪৪ টি শিশু

২০১৮সালের সাথে ২০১৯ সালের শিশু অধিকার পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

	শিশু নির্যাতনের ক্যাটাগরি	**২০১৯**	**২০১৮**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
১	অপমৃত্য	২০৮৮	২৩৫৪	-১১.৩০%
২	যৌন নির্যাতন	১৩৮৩	৮১২	৭০.৩২%
৩	অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধার	৩৭৪	৪৩৫	-১৪.০২%
৪	নির্যাতন ও সহিংসতা	২১৯	৩৪৫	-৩৬.৫২%
৫	অপঘাত বা আঘাত	১৭৩	৪১২	-৫৮.০১%
৬	বাল্য বিবাহ	১৪৪	২০৮	-৩০.৭৭%
	মোট	৪৩৮১	৪৫৬৬	-৪.০৫%

শিশু অপমৃত্যু

২০১৯ সালে অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে ২০৮৮টি শিশু, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ১১.৩০ শতাংশ কম। ২০১৯ সালে গড়ে প্রতিমাসে ১৭৪ শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু নিহত (৫৫৫), পানিতে ডুবে শিশু নিহত (৫০৭) এবং শিশু হত্যা (৪৪৮)। এই ৩টি ঘটনায় গড়ে প্রতি মাসে যথাক্রমে ৪৬টি, ৪২টি এবং ৩৭টি শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

শিশু অপমৃত্যুর তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

	শিশু অপমৃত্যুর ধরণ	**২০১৯**	**২০১৮**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
১	হত্যা	৪৪৮	৪১৮	৭.১৮%
২	আত্মহত্যা	১৫৮	২৯৮	-৪৬.৯৮%
৩	সড়ক দুর্ঘটনা	৫৫৫	৬২৭	-১১.৪৮%
৪	পানিতে ডুবে নিহত	৫০৭	৬০৬	-১৬.৩৪%
৫	বজ্রাঘাতে নিহত	৫১	৮০	-৩৬.২৫%
৬	বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে নিহত	৮৬	৬০	৪৩.৩৩%
৭	ভুল চিকিৎসা এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলায় নিহত	৪২	৪৬	-৮.৭০%
৮	আগুনে পুড়ে নিহত	৬০	৪৫	৩৩.৩৩%
৯	পরিত্যক্ত নবজাতকের লাশ উদ্ধার	৪২	৩৯	৭.৬৯%
১০	অন্যান্য	১৩৯	১৩৫	-৩৪.৭৪%
	মোটঃ	২০৮৮	২৩৫৪	২.৯৬%

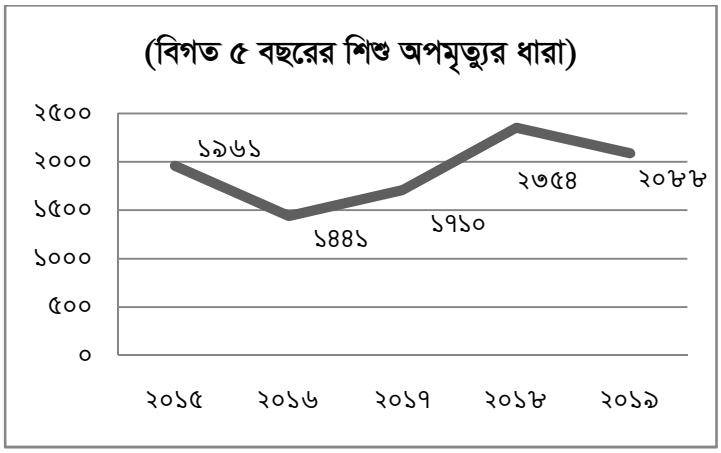

বিগত ৫ বছরে (২০১৫-২০১৯) শিশু মৃত্যুর মূল ৫ কারণ	
মৃত্যুর কারণ	**সংখ্যা**
পানিতে ডুবে নিহত	২২৭৯
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	২২৭১
হত্যা	১৭৬২
আত্মহত্যা	১০৪৬
অন্যান্য	৮০৪

শিশু হত্যা ঃ ২০১৯ সালে শিশু হত্যা বেড়েছে ৭.১৮ শতাংশ এবং গড়ে প্রতি মাসে অন্তত ৩৭ টি শিশু খুন হয়েছে। তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুচ্ছ ঘটনায়, পারিবারিক সহিংসতায়, দাম্পত্য কলহ, যৌতুক, পরকীয়া এবং শত্রুতা-প্রতিশোধ এর বলি হয়েছে নিরীহ শিশু। এ ছাড়াও দরিদ্র শ্রমজীবী শিশুদের তুচ্ছ কারণে বা চুরির অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলা ও শিশুকে বিষ খাইয়ে বা গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে বাবা/মায়ের আত্মহত্যার বেশ কিছু ঘটনাও ঘটেছে।

বিগত ৫ বছরে শিশু হত্যা মামলার রায়	
সাল	**শিশু হত্যা মামলার রায়**
২০১৯	২৪ টি
২০১৮	৩১ টি
২০১৭	৪৪ টি
২০১৬	৩৬ টি
২০১৫	৩৩ টি
মোটঃ	**১৬৮ টি**

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, বিগত ৫ বছরের মধ্যে ২০১৯ সালেই শিশু খুনের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। ২০১৯ সালে যেখানে ৪৪৮টি শিশু হত্যার শিকার হয়েছে, সেখানে ২০১৮ সালে ৪১৮টি, ২০১৭ সালে ৩৩৯টি, ২০১৬ সালে ২৬৫টি এবং ২০১৫ সালে ২৯২টি শিশু খুন হয়েছে। অর্থাৎ এই ৫ বছরে মোট ১৭৬২টি শিশুকে খুন করা হয়েছে। তার বিপরীতে মাত্র ১৬৮ শিশু হত্যা মামলার রায়ের খবর আমরা পত্রিকাতে পেয়েছি।

শিশু হত্যার তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

শিশু হত্যার ধরণ	**২০১৯**	**২০১৮**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
শিশু হত্যা (সর্বমোট)	৪৪৮	৪১৮	৭.১৮%
অপহরণের পর হত্যা	২৯	৩১	-৬.৪৫%
ধর্ষণের পর হত্যা	৪৭	৬০	-২১.৬৭%
নিখোঁজ পরবর্তী হত্যা করা অবস্থায় পাওয়া	৬৬	৮১	-১৮.৫২%
বাবা-মায়ের হাতে হত্যা	৩৬	৫৩	-৩২.০৮%
পিটিয়ে হত্যা	১২	৬	১০০%

২০১৯ সালে শিশু হত্যার বিস্তারিত তথ্য

লিঙ্গভিত্তিক শিশুহত্যা সম্পর্কিত তথ্য	ছেলে	মেয়ে	উল্লেখ করা হয় নি
	২৮২	১৪১	২৫

বয়স ভিত্তিক শিশুহত্যা সম্পর্কিত তথ্য	(১-৬) বছর	(৭-১২) বছর	(১৩-১৮) বছর	উল্লেখ করা হয় নি
	৯৭	৯৪	১৭১	৮৬

সর্বাধিক শিশু হত্যা সংগঠিত হওয়া ৫ জেলা	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	চট্টগ্রাম	গাজীপুর	ময়মনসিংহ
	৬৩	২৩	২০	২০	১৯

এখানে ঢাকা বলতে ঢাকা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাকেও বুঝানো হয়েছে ।

আত্মহত্যাঃ ২০১৯ সালে শিশুদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা হার কমেছে ৪৬.৯৮ ভাগ। শিশুদের আত্মহত্যার কারণগুলো প্রধানতঃ পারিবারিক কলহ, অভিমান, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া বা পিতা-মাতার প্রত্যাশিত ফল লাভে ব্যর্থ হওয়া, বাল্য বিবাহ, যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণের ও পর্ণোগ্রাফির শিকার হওয়া, সাইবার বুলিং, প্রেম-ভালবাসায় ব্যর্থ বা প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং কোন সৌখিন জিনিষ চেয়ে না পাওয়া ইত্যাদি।

২০১৯ সালে শিশু আত্মহত্যার বিস্তারিত তথ্য

লিঙ্গভিত্তিক শিশু আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্য	ছেলে	মেয়ে	উল্লেখ করা হয় নি
	৫৬	১০২	০

বয়স ভিত্তিক শিশু আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্য	(১-৬) বছর	(৭-১২) বছর	(১৩-১৮) বছর	উল্লেখ করা হয় নি
	০	২০	১০৫	৩৩

সর্বাধিক শিশু আত্মহত্যা সংগঠিত হওয়া ৫ জেলা	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	গাজীপুর	নরসিংদী	বরিশাল
	৪৫	১৪	১৩	১৩	১০

এখানে ঢাকা বলতে ঢাকা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাকেও বুঝানো হয়েছে ।

সড়ক দুর্ঘটনা ঃ ২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয় সড়ক দুর্ঘটনার ফলে, যদিও ২০১৮ সালের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু ১১.৪৮% হ্রাস পেয়েছে। মোট অপমৃত্যুর শিকার হওয়া শিশুর ২৬.৫৮ ভাগ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সড়কে অব্যবস্থাপনা, চালকের অবহেলা এবং মা-বাবার ও সাধারণভাবে জনগণের সচেতনতার অভাবও সড়কে শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী।

২০১৯ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর বিস্তারিত তথ্য

লিঙ্গভিত্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত শিশুসম্পর্কিত তথ্য	ছেলে	মেয়ে	উল্লেখ করা হয় নি
	৩৪৯	১৬০	৪৬

বয়স ভিত্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত শিশু সম্পর্কিত তথ্য	(১-৬) বছর	(৭-১২) বছর	(১৩-১৮) বছর	উল্লেখ করা হয় নি
	৫৭	১০৭	২৩৫	১৫৬

সর্বাধিক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু হওয়া ৫ জেলা	ঢাকা	গাজিপুর	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কক্সবাজার
	৫৯	৩৪	২৬	১৭	১৭

এখানে ঢাকা বলতে ঢাকা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাকেও বুঝানো হয়েছে ।

পানিতে ডুবে নিহত ঃ

বিগত বছরের তুলনায় এই বছরে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ১৬.৩৪ শতাংশ। পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, বর্ষাকালে পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর প্রবণতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ২০১৯ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসে ২৫২টি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। যা কিনা ২০১৮ সালে পানিতে ডুবে মোট নিহত শিশুর প্রায় ৫০ শতাংশ।

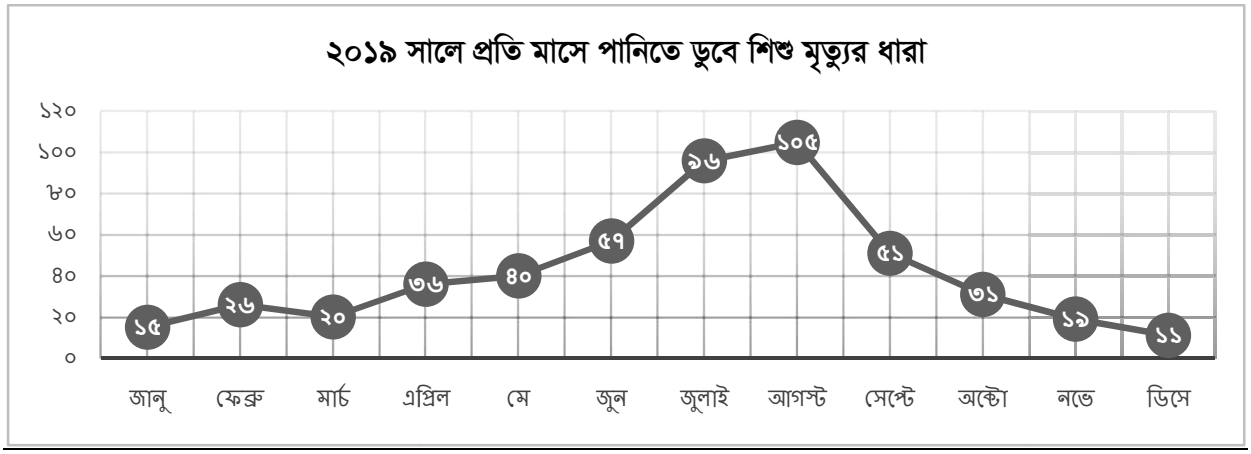

বিগত ৫ বছরে পানিতে ডুবে মোট ২২৭৯ টি শিশু মারা গিয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩৮ টি শিশু এইভাবে নিহত হয়েছে। বাড়ির আশেপাশের জলাশয় বা পুকুর শিশুদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক। ৮০ শতাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে বাড়ির সীমানা বা ঘরের ২০ মিটারের মধ্যে থাকা পুকুরে। অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি শিশুদের সাঁতার না জানাটাও অন্যতম কারণ।

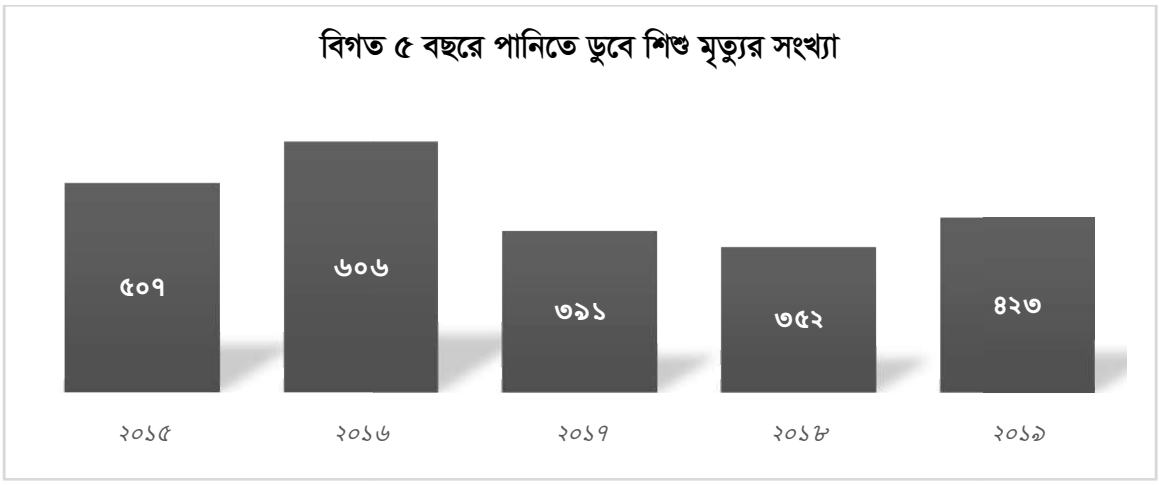

শিশু যৌন নির্যাতন

২০১৯ সালে শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু যৌন নির্যাতন বেড়েছে ৭০.৩২ শতাংশ। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩ টি শিশু বিভিন্ন ধরণের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৫৭১ টি শিশু সেখানে ২০১৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০৫টি শিশু। প্রতিমাসে শিশু ধর্ষণের গড় ৮৩.৭৫।

শিশুর যৌন নির্যাতনের তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

	যৌন নির্যাতনের ধরণ	২০১৯	২০১৮	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	শিশু ধর্ষণ (সর্বমোট)	১০০৫	৫৭১	৭৬.০১%
২	শিশু গণধর্ষণ	১০৮	৯৪	১৪.৮৯%
৩	প্রতিবন্ধী বা বিশেষ শিশু ধর্ষণ	৪৪	২৮	৫৭.১৪%
৩	ধর্ষণের পর শিশু হত্যা	৪৭	৬০	-২১.৬৭%
৪	ধর্ষণের পর শিশুর আত্মহত্যা	১৮	৬	২০০%
৫	ধর্ষণের চেষ্টা	১২৮	৯৬	৩৩.৩৩%
৬	যৌন নিপীড়ণ/হয়রাণী	২০৩	১৩০	৫৬.১৫%
৭	বখাটেদের হামলায় জখম	২৮	১৮	৫৫.৫৬%
৮	পর্ণোগ্রাফির শিকার	১৯	১৫	২৬.৬৭%

শিশু ধর্ষণ: ২০১৯ সালে শিশু ধর্ষণের মাত্রা ছিল পূর্বের যেকোন সময়ের চাইতে আশংকাজনক ও ভয়াবহ। বিগত বছরগুলোর মধ্যে ২০১৯ সালেই সবচাইতে বেশি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যদিও মেয়ে শিশু ধর্ষণের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে থাকলেও এই বছর ছেলে শিশু ধর্ষণের ঘটনাও আমরা অনেক বেশি লক্ষ্য করেছি।

২০১৯ সালে শিশু ধর্ষণের কিছু তথ্য

ধর্ষিত শিশুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্কুলে যায় না	পিএসসি	জেএসসি	এসএসসি	এইচএসসি	উল্লেখ করা হয় নি
	৫৬	১৪২	১৬১	২১৯	৬৪	৩৬৩

বয়স ভিত্তিক শিশু ধর্ষণ সম্পর্কিত তথ্য	(১-৬) বছর	(৭-১২) বছর	(১৩-১৮) বছর	উল্লেখ করা হয় নি
	১৩৩	২৭০	৩৪২	২৬০

সর্বাধিক শিশু ধর্ষণ সংগঠিত হওয়া ৫ জেলা	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	নোয়াখালী	ময়মনসিংহ	গাজিপুর
	১১৬	৫৬	৪১	৩৩	৩২

ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত আসামীদের বয়সভিত্তিক তথ্য	১৮ এর নিচে	১৮-৩০ বছর	৩১-৪০ বছর	৪১-৫০ বছর	৫০র ঊর্ধ্বে	উল্লেখ করা হয় নি
	৬২	২৯৫	২২৬	১২১	৬৮	৪১৬

এখানে ঢাকা বলতে ঢাকা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাকেও বুঝানো হয়েছে ।

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু ধর্ষণের সংবাদ বিস্তারিত থাকে না বা ধর্ষণ পরবর্তী তদন্তের সংবাদ পত্রিকাতে ঠিক সেভাবে উঠে আসে না, তথাপি প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া গিয়েছে:

- দীর্ঘদিন যাবৎ বখাটের দ্বারা উত্যক্তের শিকার হওয়ার পর ধর্ষণের শিকার হয়- ১৪৫ জন।
- প্রতিবেশির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে- ১৪১ জন।
- প্রেমিকের দ্বারা ধর্ষিত হয়- ১২০ জন।
- শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণ হয়েছে- ৭৫ জন।
- নিকট আত্মীয়র দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়- ৫৪ জন।
- বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হয়- ২৯ জন।
- পরিবহন শ্রমিক দ্বারা ধর্ষিত হয়- ২৮ জন।
- সহপাঠী বা বন্ধুর দ্বারা ধর্ষণ হয়- ২৭ জন।

বিগত ৫ বছরে শিশু ধর্ষণ মামলার রায়	
সাল	**শিশু ধর্ষণ মামলার রায়**
২০১৯	২৭ টি
২০১৮	৫০ টি
২০১৭	৩২ টি
২০১৬	২৫ টি
২০১৫	৩০ টি
মোটঃ	**১৬৪ টি**

২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৩,১৩৬ টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। অর্থাৎ, গড়ে প্রতিমাসে ৫২টির বেশী শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে, গত ৫ বছরে শিশু ধর্ষণ মামলার রায় হয়েছে মাত্র ১৬৪ টি।

অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধার

২০১৯ সালে অপহরণ এবং নিখোঁজ হয়েছিল ৩৭৪ টি শিশু। এর মধ্যে ১৮৭ টি শিশু অপহরণ হয়। অপহৃত এই সব শিশুদের মধ্যে পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় ৯৮ টি শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ২৯ টি শিশু অপহরণের পরে খুনের শিকার হয়। এদিকে নিখোঁজ মোট ১৩০ টি শিশুর মধ্যে ৩৭ টি শিশু জীবিত উদ্ধার হয় এবং ৬৬ টি শিশু নিখোঁজের পর নিহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এছাড়া অপহরণের চেষ্টাকালে প্রতিহত করা হয়েছে ২৮ টি শিশুকে, নবজাতক শিশু চুরি হয়েছে ৭ টি, শিশু বিক্রির ঘটনা ঘটেছে ৬ টি এবং পরিত্যাক্ত অবস্থায় নবজাতক শিশু উদ্ধার হয়েছে ১৬টি।

শিশু অপহরণ, নিখোঁজ ও উদ্ধারের তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

	নির্যাতনের ধরণ	**২০১৯**	**২০১৮**	**হ্রাস/বৃদ্ধি**
১	অপহরণ	১৮৭	১৫০	২৪.৬৭%
২	অপহরণের পর উদ্ধার	৯৮	১৩৬	-২৭.৯৪%
৩	অপহরণের পর মুক্তিপণের জন্য হত্যা	২৯	৩১	-৬.৪৫%
৪	অপহরণের চেষ্টা	২৮	৭	৩০০%
৫	নিখোঁজ	১৩০	২৩৩	-৪৪.২১%
৬	নিখোঁজ শিশুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া	৬৬	৮১	-১৮.৫২%
৭	পাচারকালে উদ্ধার	১৬	৩২	-৫০%
৮	নবজাতক চুরি	৭	৪	৭৫%
৯	নবজাতক চুরির পরে উদ্ধার	৭	৬	১৬.৬৭%
১০	অজ্ঞাত পরিচয় নবজাতক কুড়িয়ে পাওয়া	১৬	১৬	০%

শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতা

২০১৯ সালে, ২০১৮ সালের তুলনায় সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন এবং সহিংসতা কমেছে ৩.৩২%। ২০১৯ সালে ২১৯টি শিশু বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৮৯টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দ্বারা শাস্তি/নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ১৬টি শিশু গৃহকর্মী কর্মস্থলে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ১২টি শিশু এসিড দগ্ধ হয়েছে। এছাড়া ১৩৯টি শিশুকে পিটিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে যার মধ্যে ১০জন শিশু পিতা-মাতার হাতে অত্যন্ত নির্মম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

শারীরিক নির্যাতন ও সহিংসতার তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

	নির্যাতনের ধরণ	২০১৯	২০১৮	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	হত্যা চেষ্টা	৬০	৯৪	-৩৬.১৭%
২	এসিড সন্ত্রাসের শিকার	৬	১২	-৫০%
৩	শিক্ষা প্রতিস্থানে শারীরিক নির্যাতন	৪৬	৮৯	-৪৮.৩১%
৪	প্রহার/নির্যাতন	১০৩	১৩৯	-২৫.৯০%
৫	ছুড়িকাঘাত/ছিনতাই	৪	৫	-২০%
৬	পুলিশের দ্বারা নির্যাতন	০	৬	-১০০%

অপঘাত

২০১৯ সালে অপঘাতে শিশু আহত হওয়ার ঘটনা কমেছে ৫৮.০১%। গত ৫ বছরে মোট ১৫৯৪ টি শিশু বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় আহত হয়। ২০১৯ সালে ১৭৩ টি, ২০১৮ সালে ৪১২ টি, ২০১৭ সালে ২৪৯ টি, ২০১৬ সালে ১৬৯ টি এবং ২০১৫ সালে ৫৯১ টি শিশু অপঘাতের শিকার হয়।

আহত/আঘাতের তুলনামূলক চিত্র (২০১৯ ও ২০১৮)

	আঘাতের ধরণ	২০১৯	২০১৮	হ্রাস/বৃদ্ধি
১	আত্মহত্যার চেষ্টা	২৫	২৩	৮.৭০%
২	সড়ক দুর্ঘটনায় আহত	৮৫	৯০	-৫.৫৬%
৩	আগুনে পুড়ে আহত	৮	৫১	-৮৪.৩১%
৪	বজ্রাঘাতে আহত	৬	৪০	-৮৫%
৫	ভুল চিকিৎসা	৬	৩	১০০%
৬	নৌ দুর্ঘটনায় আহত	৯	২	৩৫০%
৭	অন্যান্য	৩৩	২০৩	-৮৩.৭৪%

বাল্য বিবাহ এবং অন্যান্য

২০১৯ সালে ১৪৪টি শিশুকে বাল্যবিবাহের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। যার মধ্যে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে ১৮টি শিশু এবং বাল্যবিবাহ থেকে সরকারের দ্রুত তৎপরতার কারণে উদ্ধার করা হয়েছে ১২৬টি শিশু। ২০১৮ সালের তুলনায় বাল্যবিবাহজনিত ঘটনা কমেছে ৩০.৭৭ শতাংশ।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,
শিশু অধিকার পরিপূর্ণভাবে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধুমাত্র আইন করে তা সম্ভব নয় আবার একা সরকারের পক্ষেও সেটা সম্ভব হবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। তাই এক্ষেত্রে সরকারসহ সকলেরই যার যার অবস্থান থেকে কিছু ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তবেই আমরা আমাদের শিশুদের বেড়ে উঠার একটা সুস্থ্য স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারবো।

শিশু অধিকার পরিস্থিতি আরো উন্নত করতে আমাদের সুপারিশসমূহ

সরকারের উদ্দেশ্যে

- হত্যা ধর্ষণসহ সকল ধরণের শিশু নির্যাতনের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং রায় দ্রুতগতিতে কার্যকর করা।
- যে সকল নির্যাতিত দরিদ্র শিশুর পিতামাতার মামলা করার/ মামলা চালানোর সামর্থ্য নেই তাদের সরকারী সহায়তা নিশ্চিত করা। এবং সেই সহায়তা প্রপ্তির প্রক্রিয়া সহজ, সংক্ষিপ্ত করা ও সর্বোপরি তা ব্যপক প্রচারণা করা।
- ভিকটিমের পরিবার এবং সাক্ষী ও তার পরিবারকে সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আইনে অন্তর্ভূক্তিকরণ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শারীরিক শাস্তি / নির্যাতন বন্ধে যে বিধান রয়েছে তা কেন সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না তা যথাযথভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা এবং বাজেটে শিশুদের জন্য যে বরাদ্ধ করা হবে তা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটাও তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- শিশু আইন ২০১৩ এর প্রয়োগ এর বিধি যথা শীঘ্র চূড়ান্ত করে তার গ্যাজেট প্রকাশ করা।
- শিশুদের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় রেখে শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের খসড়া কাঠামোটি চূড়ান্তকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিশুদের জন্য আলাদা একটি শিশু অধিকার কমিশন গঠন করা।
- শিশু সুরক্ষায় বিদ্যমান আইনগুলো আধুনিক ও সময়োপযোগী করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিকভাবে পড়ানো এবং সচেতন করে তোলা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত শারিরিক ও মানসিক শাস্তির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা যেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর অবিযোগ করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পিতা-মাতা এবং পরিবারের উদ্দেশ্যে

- শিশুর যৌন নির্যাতন বন্ধে শিশুর বাবা-মা'য়েদের অধিকতর সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কারো আচরণে অসংগতি দেখা দিলে (যেমন মাদকাসক্তি বা মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি) অবহেলা না করে মনঃরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু ব্যাপক মাত্রায় কমাতে হলে বাবা-মায়ের ও আত্নীয়সজন বা প্রতিবেশীদের আরো সতর্ক হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনসমূহের উদ্দেশ্যে

- বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠনসমূহের (এনজিও) কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব সংগঠনের কর্মীগণ তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে সাধারণ জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে আরো সচেতন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।
- শিশুদের সুরক্ষায় জরুরী তথ্যসমূহ যেমন শিশু নির্যাতনের তথ্য দেওয়ার হেল্পলাইন ১০৯ শিশুদের অবহিতকরণে জোড়দার এডভোকেসী করা।
- এনজিও কর্মীরা প্রতিটি শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে ও প্রশাসনের সহায়তা পেতে ও প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা লাভে ভিকটিমকে/ তার পরিবারকে সহায়তা করতে পারে।

গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশ্যে

- শিশু নির্যাতনের ঘটনা গুলোর ফলোআপ প্রকাশ করা।
- যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর ছবি, পরিচয় প্রকাশ/প্রচার না করে অভিযুক্ত অপরাধীর ছবিসহ পরিচয় বৃহত আকারে গণমাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করা উচিত।
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য শিশু হত্যার/ নির্যাতনের রায়গুলোর ব্যাপারে প্রচার করা, যাতে সমাজে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় ও সাধারণ জনগণের মধ্যেও আইন মেনে চলার মানসিকতা তৈরি হয়।

সর্বোপরি শিশু নির্যাতন বন্ধে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে একটি শিশুবান্ধব সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ